Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধাম কামারপুকুর

PRESENTED

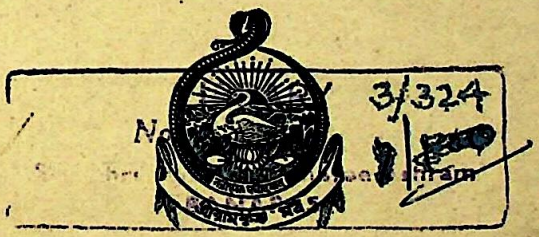

স্বামী তেজসানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/324

Book should be returned by date (last) noted below
or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise
daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীধাম কামারপুকুর

PRESENTED

স্বামী তেজসানন্দ

LIBRARY
No. 1/6
Ashram
BANARAS 3/324

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

চৈত্র, ১৩৬৪

দশ আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED 3/324

নিবেদন

মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণ জগতের যে যে স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়া লীলা করিয়া গিয়াছেন তাহা উত্তরকালে পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়াই যুগে যুগে প্রতি জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতিসৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রেমাবতার যীশুর পুণ্য জন্মভূমি বেথেলহাম ও তাঁহার লীলাকীর্তিবিজড়িত জেরুজালেম, এবং ইসলাম ধর্মাচার্য কোরেশ-কুলতিলক মহম্মদের জন্ম-কর্মভূমি মক্কা-মদিনা আজ কোটি কোটি নরনারীর তৃষ্ণাকাতর হৃদয়ে শান্তির অমৃতবারি সিঞ্চন করিতেছে। আজও অযোধ্যাপুরী শ্রীরামচন্দ্রনাম-সংকীর্তনে অহর্নিশ মুখরিত। বৃন্দাবন-মথুরা-দ্বারকাধামে আজও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বীর্যগাথা অযুতকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে। এখনও বুদ্ধ ও শঙ্কর, রামানুজ ও নানক, মধ্ব ও চৈতন্যাদি লোকোত্তর মহাপুরুষবৃন্দের জন্মলীলাভূমি ভক্তহৃদয়ে অপার তৃপ্তি ও শান্তি প্রদান করিতেছে। যুগের পর যুগ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি মানবহৃদয়-নিঃসৃত শ্রদ্ধাভক্তির পূত মন্দাকিনীধারা তীর্থসমূহকে চিরভাস্বর ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্ম-লীলাভূমি কামারপুকুরও অতীতের স্মৃতি বক্ষে লইয়া আজ দ্বন্দ্বকোলাহলমুখর বিংশ-শতাব্দীতে সংসার-তাপদগ্ধ মানবের নিকট পরম শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভক্তকণ্ঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরলীলাকাহিনী দিন দিন যতই কীর্তিত হইতেছে, ততই এক দুর্জয় আকর্ষণে তাঁহার লীলাস্থানসকল দর্শনের জন্য অগণিত ভক্ত দেশ-দেশান্তর হইতে আকুল আগ্রহে ছুটিয়া আসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলামধুর কামারপুকুর ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের সম্যক পরিচয়প্রদানোদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। আশা করি, ইহা দূর-দূরান্তর হইতে আগত ভক্ত-নরনারীগণকে কামারপুকুর-জয়রামবাটী অঞ্চলের পরিচয় লাভ করিতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করিবে। এই পুস্তিকার বর্ণিত বিবরণসমূহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

সূচীপত্র

কামারপুকুর ১

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বসতবাটীর পরিচয় :

(১) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাসগৃহ ৪
(২) শ্রীশ্রীরঘুবীরের মন্দির ৫
(৩) অপর একটি দক্ষিণদ্বারী ঘর ৭
(৪) বৈঠকখানা ঘর ৭
(৫) বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বার ... ৭
(৬) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বহস্তরোপিত আম্রবৃক্ষ ... ৭
(৭) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভূমিষ্ঠ হইবার স্থান ... ৮

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিপূত স্থান :

(১) যুগীদের শিবমন্দির ৯
(২) হালদারপুকুর ৯
(৩) লাহাবাবুদের বাড়ী ১০
(৪) লাহাবাবুদের পাঠশালা ১২
(৫) গোপেশ্বর শিবের মন্দির ১৩
(৬) সীতানাথ পাইনের বাড়ী ১৩
(৭) ধনী কামারণীর বাস্তুভিটা ও মন্দির ... ১৫
(৮) চিনুশাঁখারীর বাস্তুভিটা ১৫
(৯) বুধুই মোড়লের শ্মশান ১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১০) পান্থনিবাস (চটি) ১৭
(১১) মুকুন্দপুরের শিবমন্দির ১৮
(১২) ভূতির শ্মশান ১৮
(১৩) মানিকরাজার আম্রকানন ১৮

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কিত অন্যান্য স্থান ঃ

(১) আনুড় ২০
(২) জয়রামবাটী ২১
(৩) শিহড় ২৩
(৪) ফুলুই শ্যামবাজার ২৬
(৫) সরাটি মায়াপুর ২৭

পরিশিষ্ট ঃ

(ক) কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানকাল ... ২৮
(খ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতৃকুল-পরিচয় ... ৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

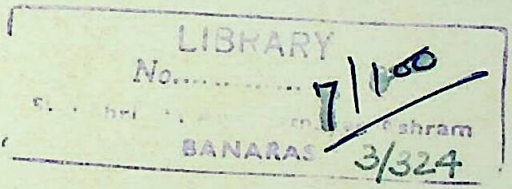

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

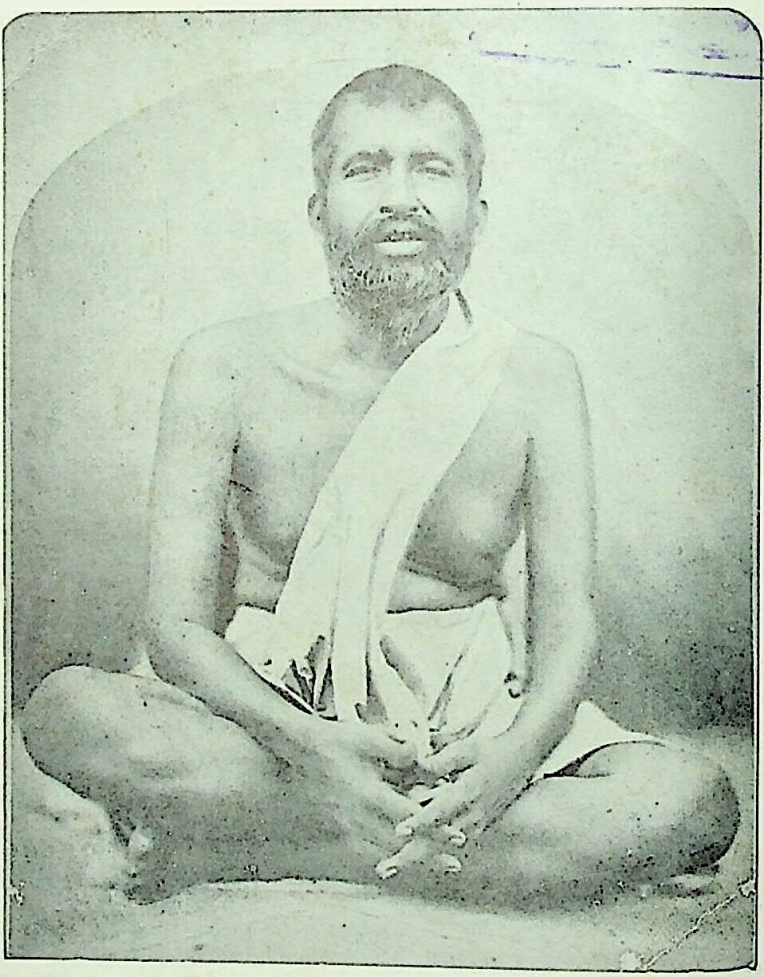

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/324
Ashram
BANARAS

কামারপুকুর

হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার প্রায় সন্ধিস্থলে কামারপুকুর, শ্রীপুর ও মুকুন্দপুর নামে যে তিনটি ক্ষুদ্র গ্রাম ত্রিকোণমণ্ডলে বর্তমান, উহাদের ঘনসন্নিবেশহেতু প্রাচীনকাল হইতে সর্বসাধারণের নিকট উহারা একত্রে কামারপুকুর নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ইহা হুগলী জেলার অন্তঃপাতী আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত। কামারপুকুরের অর্ধক্রোশ উত্তরে ভুরসুবো গ্রাম, যেখানে ৺মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মানিক রাজা) নামক ধনাঢ্য ব্যক্তি এক সময়ে সগৌরবে বাস করিতেন। তাঁহার সুখসায়ের, হাতিসায়ের প্রভৃতি দীর্ঘিকাসকল ও প্রান্তরমধ্যস্থিত অধুনা বিলুপ্তপ্রায় আম্রকানন এখনও তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রায় দেড় ক্রোশ পশ্চিমে জয়রামবাটী গ্রাম, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণসহধর্মিণী শ্রীমতী সারদামণি দেবী জন্মগ্রহণ করিয়া স্থানটিকে ধন্য ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। কামারপুকুরের পশ্চিম প্রান্ত বাহিয়া বিসর্পিত গতিতে ভূতির খাল নামে একটি ক্ষুদ্র জলধারা উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া অনতিদূরে আমোদর নদে মিলিত হইয়াছে। গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিমে যথাক্রমে বুধুই মোড়ল ও ভূতির খাল নামক শ্মশানদ্বয় বিদ্যমান। পূর্ব প্রান্ত দিয়া বর্ধমান শহর হইতে একটি প্রশস্ত পথ ৺পুরীধাম পর্যন্ত গিয়াছে। সংযুক্ত গ্রামত্রয়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গড়-মান্দারণ দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও উহার অনতিদূরে শৈলেশ্বর শিবের পুরাতন মন্দির পাঠান রাজত্বকালে ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধির পরিচয় দিতেছে। প্রায় নয়-দশ ক্রোশ পূর্বে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির, যেখান হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাহানাবাদ বা আরামবাগের মধ্য দিয়া কামারপুকুর পর্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ পথ চলিয়া আসিয়াছে। তদ্ভিন্ন এই গ্রামের নয়ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ঘাটাল হইতে এবং প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বনবিষ্ণুপুর হইতে কোতলপুর ও কোয়ালপাড়া হইয়া একটি সুপ্রশস্ত পথও এই গ্রাম ভেদ করিয়া ৺পুরীধামে যাইবার পূর্বোক্ত পথের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে।

নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত বিটপি-বল্লরী-বহুল, শস্যশ্যামল এই কামারপুকুর গ্রামখানিই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি। তাঁহার আবির্ভাবে ও পরবর্তী কালে তাঁহার লীলা-সহচরগণের আগমনে এই অখ্যাত নিভৃত পল্লী আজ এক পরম পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দেশ-দেশান্তর হইতে আগত কত ধর্মপিপাসু ভক্ত নরনারী এই কামারপুকুর দর্শন, স্পর্শন এবং অবতার-লীলা অনুধ্যান করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছেন।

কামারপুকুর গ্রামের প্রাচীন কীর্তিসকল এখনও অতীতের গৌরব বহন করিয়া আসিতেছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দীর্ঘিকানিচয়, ইষ্টকনির্মিত পুরাতন বাটী ও ভগ্ন দেবালয়সমূহ গ্রামের পূর্ব সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। এখনও উচ্চাবচ সকল শ্রেণীই সম্প্রীতির সহিত এই পল্লীর স্নিগ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে শান্তিতে পাশাপাশি বাস করিতেছে। নিত্য ব্যবহার্য পণ্য ও ক্ষেত্রজ দ্রব্যসকল ব্যবসায়িগণ এখনও প্রতি শনি-মঙ্গলবার গ্রামস্থ হাটে আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত জিলাপী, মিঠাই, বোঁদে ও নবাত প্রস্তুত করা এবং আবলুস কাঠের হুকার নল নির্মাণ করার জন্যও এই গ্রামখানি চিরপ্রসিদ্ধ। চৈত্রমাসে মনসাপূজা ও শিবের গাজন এবং বৈশাখ মাসে চব্বিশ-প্রহরীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিবাসরে সমগ্র গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠে এবং স্থানীয় জমিদার লাহাবাবুদের বাটীতে এখনও পালপার্বণ ও প্রতিষ্ঠিত দেবালয়সকলে নিত্যপূজাদি যথাশক্তি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দের পরিচালনায় এবং ভক্তবৃন্দের অকুণ্ঠ সহায়তায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তিসমন্বিত মনোরম প্রস্তর-মন্দির, প্রশস্ত নাটমন্দির, অতিথিভবন, চিকিৎসালয়, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার প্রভৃতি নির্মিত হওয়ায় অত্যল্পকালের মধ্যেই গ্রামখানি শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। এই পুণ্যপীঠের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহা কার্যে পরিণত হইলে ইহা যে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি-কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ধন্য কামারপুকুর! আজ তুমি একাধারে অযোধ্যা ও বৃন্দাবন, বারাণসী ও নদীয়া, দক্ষিণেশ্বর ও দ্বারকা—শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-ভাবের ত্রিবেণী সঙ্গম। এস জ্ঞানী, এস অজ্ঞানী; এস গৃহী, এস সন্ন্যাসী; এস স্পৃশ্য, এস অস্পৃশ্য—যে যেখানে আছ ছুটিয়া আইস এই দিব্য তীর্থধামে, যাহার প্রতি রজ-কণায় প্রাচ্যকৃষ্টির মূর্ত বিগ্রহ, সর্বধর্ম-সমন্বয়াবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য পদচিহ্ন চিরাঙ্কিত রহিয়াছে। এস, আজ আমরা সকলে বিশ্বপিতা ও বিশ্ব-জননীর যুগ্ম জীবনের স্বর্গীয় লীলাসিন্ধু-সলিলে অবগাহন করিয়া কোটি জন্মের আবিলতা ধৌত করিয়া ধন্য হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বসতবাটীর ইতিবৃত্ত ও পরিচয়

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতা ৺ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের আদি নিবাস ছিল কামারপুকুরের প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে দেরেপুর গ্রামে। গ্রামের খলপ্রকৃতি ও প্রজাপীড়ক জমিদার রামানন্দ রায় একবার ক্ষুদিরামকে একটি মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সত্যাশ্রয়ী ক্ষুদিরাম সে-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলে ক্রোধাবিষ্ট রামানন্দ মিথ্যা মামলার দায়ে ক্ষুদিরামের সমস্ত সম্পত্তি (প্রায় দেড়শত বিঘা জমি) নিলাম করিয়া লইয়া তাঁহাকে সর্বস্বান্ত করেন। এই সময় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের পরমসুহৃদ কামারপুকুর-গ্রাম-নিবাসী ধর্মপ্রাণ শ্রীসুখলাল গোস্বামী নিজ বাটীর এক অংশে কয়েকখানি চালাঘর ও লক্ষ্মীজলা নামক স্থানে এক বিঘা দশ ছটাক ধান্যজমি দিয়া বিপদে বন্ধুকে সাহায্য করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম অকূলে কূল পাইলেন এবং তদবধি সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

(১) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাসগৃহ

পশ্চিমদিকের দক্ষিণদ্বারী ঘর;—কামারপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুর এই ঘরে বাস করিতেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে একসময় বলিয়াছিলেন, "কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে—শাক ভাত খাবে আর হরিনাম করবে।"··· "তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজেদের বাড়ীতে আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি নষ্ট করো না।" তাই ঠাকুরের দেহাবসানের পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা অনেক অভাব-অনটন সত্ত্বেও কামারপুকুরের এই পর্ণকুটীরে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন। গঙ্গাতীর হইতে বহুদূরে অবস্থান করায় ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে অবগাহনের জন্য শ্রীশ্রীমাতার অন্তর মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিত। একদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে নিত্য গঙ্গাস্নানের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন, নরেন্দ্রনাথ, বাবুরাম, রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ধীর পাদবিক্ষেপে বাটির উত্তরপার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতেছেন আর ঠাকুরের পদদ্বয় হইতে জলের উৎস ফেনিল উচ্ছ্বাসে নির্গত হইয়া পুরোভাগে প্রবাহিত হইতেছে। এই অপূর্ব দৃশ্যদর্শনে শ্রীশ্রীমার স্বতঃই মনে হইল, এই তো গঙ্গা,—অচ্যুত-চরণচ্যুত পবিত্র সুরধুনী। তিনি সেই পবিত্র গঙ্গাবারিতে নিকটবর্তী জবাবৃক্ষ হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। অধুনা পূর্বোক্ত গৃহটী শ্রীশ্রীঠাকুরের শয়নঘররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

(২) শ্রীশ্রীরঘুবীরের মন্দির

পূর্বদ্বারী এই মন্দির পূর্বে মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি ও মাটির মেজেযুক্ত ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্মাণকালে ঘরটি পাকা করা হইয়াছে; কিন্তু উহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও অবস্থিতি-স্থান ঠিক পূর্বের মতই রহিয়াছে।

এই মন্দিরে শিলারূপী রঘুবীর, ঘটরূপিণী মাতা শীতলাদেবী, ৺রামেশ্বর শিব, ৺গোপালমূর্তি এবং অন্য একটি নারায়ণশিলা আজিও পূজিত হন। শেষোক্ত বিগ্রহ দুইটি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদিদির পূজিত বিগ্রহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠাকুরের পূর্ব-পুরুষগণ বহুকাল হইতেই শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরাম অতি আশ্চর্য উপায়ে এই রঘুবীর-শিলা লাভ করেন। একদা গ্রামান্তর হইতে ফিরিবার কালে তিনি ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে একটি বৃক্ষ-ছায়ায় নিদ্রামগ্ন হন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া পার্শ্ববর্তী একটি স্থান নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "আমি বহুদিন এখানে অনাহারে অযত্নে পড়িয়া আছি। আমাকে তোমার বাটীতে লইয়া চল, তোমার সেবা গ্রহণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" নিদ্রাভঙ্গে ক্ষুদিরাম যথোক্ত স্থানে যাইয়া দেখেন একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া শিলাটি রক্ষা করিতেছে। আপনাকে দেব-রক্ষিত মনে করিয়া যেমনি ক্ষুদিরাম 'জয় রঘুবীর' বলিয়া অগ্রসর হইলেন, অমনি সর্পটি অন্তর্হিত হইল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ক্ষুদিরাম শিলাটি গ্রহণ করিলেন এবং বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন যে বাস্তবিকই উহা সুলক্ষণযুক্ত রঘুবীর নামক শিলা। অতঃপর ক্ষুদিরাম ঐ শিলাকে যথাবিধি গৃহদেবতা-রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য উহার পূজা করিতে লাগিলেন। রঘুবীরের উপর পরিবারস্থ সকলের, বিশেষতঃ ক্ষুদিরামের অপরিসীম ভক্তি-বিশ্বাস ছিল। রঘুবীরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সমস্ত বিপদ-আপদে অবিচলিত থাকিতেন এবং তাঁহার প্রসাদে ঐসকল বিঘ্ন দূরীভূত হইয়া যাইত।

রঘুবীরকে এইরূপে লাভ করিবার বহু পূর্ব হইতেই ক্ষুদিরাম শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ভিন্ন, একটি ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়া ৺শীতলাদেবীর পূজা করিতেন। ৺শীতলা জাগ্রতা দেবী, ভক্ত ক্ষুদিরামকে দিব্য দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তিনি যখন প্রত্যূষে পূজার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফুল তুলিতে যাইতেন, তখন তিনি স্পষ্টই দেখিতেন, তাঁহার আরাধ্যা শীতলাদেবী অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বেশে তাঁহার সহগমন করিতেছেন এবং কখনও বা পুষ্পিত বৃক্ষের শাখাসকল নত করিয়া তাঁহাকে ফুল তুলিতে সাহায্য করিতেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব (তখন বালক গদাধর, বয়স নয়-দশ বৎসর) স্বয়ং উপনয়নের পর কিছুকাল অশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত রঘুবীর, শীতলাদেবী ও রামেশ্বর শিবের সেবাপূজা করিয়াছিলেন।

(৩) অপর একটি দক্ষিণদ্বারী ঘর

পূর্বে এই ঘরটি একতলা ছিল; ঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীশ্রীমার অর্থ-সাহায্যে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল ঘরটিকে দোতলা করিয়া সেখানে বাস করেন। বর্তমানে ঠাকুর-মন্দিরের ভাণ্ডার-গৃহরূপে উহা ব্যবহৃত হইতেছে।

(৪) বৈঠকখানা ঘর

ঠাকুর এই ঘরে বসিয়া বাহিরের লোকজনের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন এবং জিজ্ঞাসুদিগকে ধর্মোপদেশ দিতেন।

(৫) বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বার

দ্বারটি এখনও পূর্বের স্থানেই রহিয়াছে।

(৬) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বহস্তরোপিত আম্রবৃক্ষ

বৈঠকখানা ঘরের পূর্ব পার্শ্বে আম্রবৃক্ষটি ঠাকুর স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন বৃক্ষটি এখনও ফলদান করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৭) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভূমিষ্ঠ হইবার স্থান

১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন (ইং ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী), বুধবার, ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে নিশাবসানের প্রায় অর্ধ দণ্ড পূর্বে শিশু গদাধরের ধরিত্রীর প্রথম স্পর্শ অনুভব হয়। ঐ সময় জন্মস্থানটি একটি ঢেঁকিশালরূপে ব্যবহৃত হইত। ঢেঁকির কাছে ধান্য সিদ্ধ করিবার জন্য একটি চুল্লীও ছিল। জন্ম-লাভের কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা যায়, অনবধানতাবশতঃ অন্ধকারে নবজাতক হড়কাইয়া কোনপ্রকারে চুল্লীর অভ্যন্তরে চলিয়া গিয়াছে এবং তথায় বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ হইয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাদ্বারা তাঁহার অপূর্ব ত্যাগময় ভবিষ্যৎ জীবনই যে সূচিত হইল তাহা বলাই বাহুল্য।

জন্মস্থানটির ঠিক উপরেই নবনির্মিত মন্দিরের বেদী বিদ্যমান। তদুপরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর-বিগ্রহ ইং ১৯৫১ সালের ১১ই মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাবিধি পূজিত হইতেছে। জন্মগ্রহণকালীন পরিবেশটির স্মারকরূপে উক্ত বেদীর সম্মুখভাগে একটি ঢেঁকি, চুল্লী ও প্রদীপ খোদিত করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

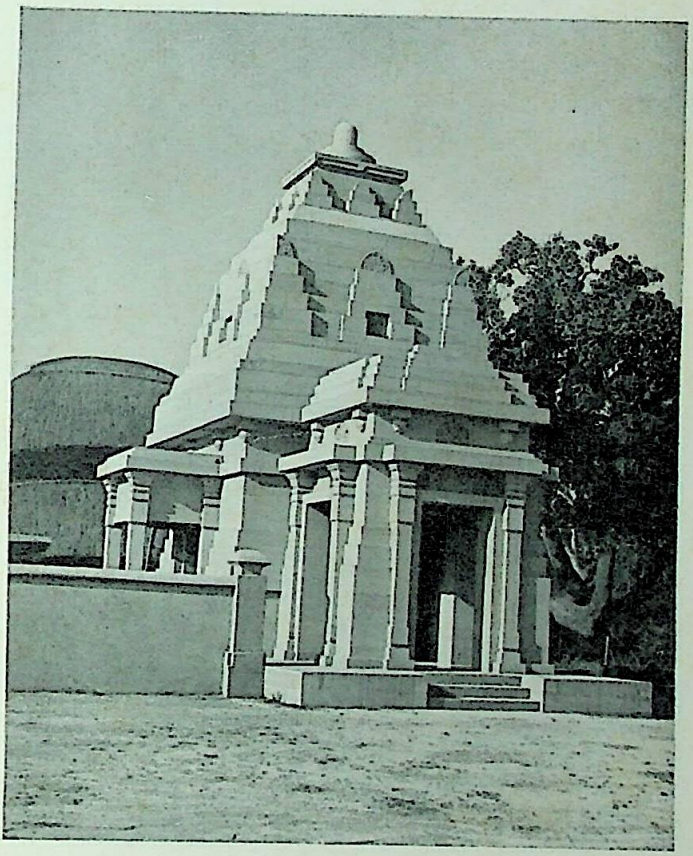

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতিপূত স্থান

(১) যুগীদের শিবমন্দির

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মাতা চন্দ্রমণিদেবী এই মন্দিরে এক দিব্যদর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন। একদিন তিনি মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পল্লীর ধনী-কামারণীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। এমন সময় সহসা দেখিতে পাইলেন, ৺মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিল এবং বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। ভয়ে-বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইয়া তিনি মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। পরে ধনীর শুশ্রূষায় সংজ্ঞালাভ করিয়া অনুভব করিলেন, যেন ঐ জ্যোতিঃ তাঁহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার যেন গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। উহার ফলেই যথাসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম হয়।

(২) হালদারপুকুর

হালদারপুকুর নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী ক্ষুদিরামের বাটীর উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। তৎকালে ইহার স্বচ্ছ-সলিলে পল্লীর সকলে স্নান-পান ও রন্ধনাদি কার্য নিষ্পন্ন করিত। অবগাহনের জন্য উহাতে স্ত্রী-পুরুষদিগের নিমিত্ত দুইটি পৃথক ঘাট নির্দিষ্ট ছিল। ঠাকুরের বাল্যস্মৃতির সহিত হালদারপুকুর বিশেষভাবে জড়িত। সঙ্গীদের সহিত মিলিয়া বালক গদাধর এই পুকুরে কতই না সন্তরণ ও ক্রীড়া-কৌতুক করিয়াছে! গ্রামের অপর দশ জনের ন্যায় ঠাকুরের ঋষিতুল্য পিতা, ঠাকুর স্বয়ং এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী প্রভৃতিও যে এই পুষ্করিণীতে স্নানাবগাহনাদি করিয়া ইহাকে পুণ্যতোয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ঠাকুর উত্তরকালে উপদেশ-চ্ছলে এই হালদারপুকুরের নাম বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

এস্থলে শ্রীশ্রীমার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীশ্রীমার যখন বার কিংবা তের বৎসর বয়স, তখন তিনি কিছুদিন কামারপুকুরে বাস করিয়াছিলেন। খিড়কীর দরজা দিয়া তিনি নিত্য হালদারপুকুরে স্নান করিতে যাইতেন। কিন্তু বালিকাবয়সবশতঃ স্বভাবতঃই তিনি উক্ত পুষ্করিণীতে একাকী যাইতে প্রথম প্রথম একটু শঙ্কাবোধ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ইহার পর হইতেই তিনি দেখিতে পাইতেন, যখনই তিনি স্নানার্থ হালদারপুকুরে যাইতেন তখনই তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে চারজন করিয়া কিশোরী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিদিন স্নানকালে তাঁহাদিগকে সঙ্গিনীরূপে পাইয়া মা নিশ্চিন্তা হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে পল্লীবাসিনী বলিয়াই মনে করিতেন। অথচ তিনি গৃহে পৌছিবামাত্র তাঁহারা যে কোথায় অদৃশ্য হইতেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীমার শঙ্কানিবারণের জন্যই যে দৈব-প্রেরিত অষ্টনায়িকা তৎকালে তাঁহার নিত্যসঙ্গিনী হইয়া-ছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

(৩) লাহাবাবুদের বাড়ী

পূর্বে এই গ্রামে গোস্বামী বংশই জমিদার ছিলেন। কালক্রমে ঐ জমিদারী লাহাবাবুদের হস্তগত হয়। ঠাকুরের জন্মস্থানের অতি নিকটে তাঁহাদের বসতবাটী ছিল। এখন আর তাঁহাদের সে সমৃদ্ধি নাই। কালের করালগতিতে প্রাসাদোপম বসতবাটীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বংসাবশেষ মাত্র আজ অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও চণ্ডীমণ্ডপ অতি জীর্ণ হইলেও প্রাচীন স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। লাহাবাবুদের বংশধরগণ দেবালয়ের আশে-পাশে পৃথক বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। লাহাবাবুদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলার বহু স্মৃতি বিজড়িত। ঐ বংশের শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহা ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরামের পরম সুহৃদ ছিলেন। বালক গদাধরের অন্নপ্রাশনের সময় প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থ-সাহায্যে ক্ষুদিরাম পল্লীর সকল শ্রেণীর লোককে ভূরিভোজনে তৃপ্ত করিয়াছিলেন।

এই ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্নময়ী ঠাকুরকে বাল্যকাল হইতেই অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহাকে যথার্থ গদাধর (শ্রীকৃষ্ণাবতার) বলিয়াই অনুভব করিতেন। প্রসন্নের সরলতা, ধর্মপ্রাণতা, পবিত্রতা ও অমায়িকতা সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণা ছিল। সকল বিষয়ে প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরামর্শমত চলিতে ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসন্নের কথা সময়ে সময়ে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকেও বলিতেন। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীমাও কামারপুকুরে অবস্থানকালে প্রসন্নময়ীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণুর সহিত শৈশবে বালক গদাধরের গভীর সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। তাহারা উভয়ে পরস্পরকে স্যাঙ্গাৎ বলিয়া সম্বোধন করিত এবং আহার, বিহার ও পাঠের অনেকটা সময় পরস্পর একত্রে কাটাইত।

এই লাহাবাবুদের বাটীতে কোনও বিশেষ শ্রাদ্ধবাসরে আহূত এক সভায় যখন নিমন্ত্রিত পণ্ডিতমণ্ডলী ধর্মবিষয়ক কোন জটিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্নের সমাধান করিতে পারিতেছিলেন না, তখন দশমবর্ষীয় বালক গদাধর সে প্রশ্নের সুমীমাংসা করিয়া দিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল এবং পণ্ডিতগণের ভূয়সী প্রশংসা ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিল।

(৪) লাহাবাবুদের পাঠশালা

লাহাবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ বিস্তৃত নাটমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে একটি পাঠশালা বসিত। প্রধানতঃ তাঁহাদের ব্যয়েই একজন গুরুমহাশয় নিযুক্ত হইয়া এই পাঠশালা পরিচালনা করিতেন। বালক গদাধর পাঁচ বৎসর বয়সের সময় এই পাঠশালায় প্রেরিত হয়। অপূর্ব মেধাবী বালক পাঠশালায় প্রেরিত হইবার অল্পকাল মধ্যেই সাধারণভাবে লিখিতে পড়িতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার বিদ্যালয়-জীবন নির্বিঘ্নে ও নিরবচ্ছিন্নধারায় প্রবাহিত হইতে পারে নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে অথবা সময় বিশেষে তন্ময়ভাবে দেবদেবীর চিন্তা করিতে করিতে সে বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিত। ইহা বায়ুরোগের লক্ষণ ভাবিয়া মাতা চন্দ্রাদেবী তাহাকে মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ে যাইতে দিতেন না। পড়াশুনা অপেক্ষা পুরাণ-কথা ও যাত্রাগান শুনিতে গদাইয়ের চিত্ত এখন হইতেই সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। শুভঙ্করীর অঙ্ক তাহার কাছে ধাঁধাঁ লাগিত; কিন্তু লেখাপড়া বেশী দূর অগ্রসর না হইলেও তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। গদাধর "সুবাহু" ও "যোগাদ্যার" পালা প্রভৃতি গ্রন্থের যে অনুলিপি করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি বেলুড়মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৫) গোপেশ্বর শিবের মন্দির

মন্দিরটি অতি প্রাচীন ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানের পূর্বদিকে অবস্থিত। যে সুখলাল গোস্বামী জমি ও বাটী প্রদান করিয়া ঠাকুরের পিতা ক্ষুদিরামকে কামারপুকুরে বসতি-স্থাপনের সাহায্য করিয়াছিলেন, তিনি অথবা গোপীলাল গোস্বামী নামক তাঁহার কোনও পূর্বপুরুষ এই সুবৃহৎ ৺গোপেশ্বর-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

যে সময় গদাধরের দিব্যোন্মাদ-অবস্থা উন্মাদ-রোগ বলিয়া লোকমুখে প্রচারিত হয়, সেই সময় মাতা চন্দ্রাদেবী তচ্ছ্রবণে পুত্রের কল্যাণ-কামনায় এই গোপেশ্বরমন্দির-প্রাঙ্গণে 'হত্যা' দিয়াছিলেন এবং ফলস্বরূপ "মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দাও —মনস্কামনা পূর্ণ হইবে," এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

(৬) সীতানাথ পাইনের বাড়ী

সীতানাথ পাইন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার বাড়ী লাহাবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। ইহার বাড়ীতে বালক গদাধরের বিশেষ যাতায়াত ছিল। তথায় রামায়ণ মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থ মধুরস্বরে পাঠ ও সঙ্গীতাদি করিবার কালে গদাধরের (তখন তাহার বয়স বার-তের হইবে) কখনও কখনও ভাবাবেশ উপস্থিত হইত এবং ভাবাবিষ্ট অবস্থায় পল্লীরমণীদের অনেকে তাহাকে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ অথবা শ্রীকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে পূজা করিতেন। একবার শিবচতুর্দশী-রাত্রিতে এই সীতানাথ পাইনের বাড়ীতে শিবমহিমা-সূচক যাত্রার অভিনয়ে যাহার শিব সাজিবার কথা ছিল সে পীড়িত হওয়ায় বয়স্যগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একান্ত আগ্রহে বালক গদাধর শিবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু জটা-রুদ্রাক্ষ-বিভূতি-ভূষিতাঙ্গ হইয়া আসরে অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরেই মহাদেবের ভাবে তন্ময় হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ায় সে রাত্রের মত যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

সীতানাথের প্রতিবেশী দুর্গাদাস পাইন অবরোধ-প্রথার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার অন্তঃপুরে পরপুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল; এমন কি গদাধরকে স্বয়ং শ্রদ্ধা-ভক্তি করিলেও তাহাকেও বাটীর ভিতর যাইতে দিতেন না এবং সেজন্য তিনি গর্বও অনুভব করিতেন। গদাধর কিন্তু এরূপ কঠোর অবরোধ-প্রথার বিরোধী ছিল। সে বলিত, কেবল অবরোধ-প্রথার দ্বারা রমণীগণকে রক্ষা করা যায় না। সৎশিক্ষা ও দেবভক্তি-প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিতা হন। বুদ্ধিমান বালক এক অপূর্ব উপায়ে দুর্গাদাসের অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক তন্তুবায়-রমণী দুর্গাদাসের গৃহে রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয়ভিক্ষা করিল। দুর্গাদাস তাহাকে বিপন্না দেখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি দিলে সে ভিতরে গেল এবং রমণীগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে অন্দর-মহলের প্রায় সকল বিষয়ই অবগত হইল। পরে ঘটনাক্রমে দুর্গাদাস বুঝিতে পারিলেন যে, গদাধর এইপ্রকারে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতারণা করিয়াছে। তখন তিনি অপ্রতিভ হইয়া হাসিতে লাগিলেন। এখন হইতে সীতানাথের গৃহে বালক উপস্থিত হইলে দুর্গাদাসের অন্তঃপুরচারিণীরাও তাহার নিকট আসিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৭) ধনী কামারণীর বাস্তুভিটা ও মন্দির

ইহা রামকৃষ্ণদেবের বাটী হইতে কিঞ্চিদ্দূরে দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। কতিপয় ভক্ত কিছুদিন হইল এখানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে শিশু গদাধরকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ধনী কামারণী উপবিষ্টা, এইরূপ একটি কল্পিত তৈলচিত্র স্থাপনা করিয়াছেন। উক্ত মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি প্রতিকৃতির নিত্য-পূজাদি হইয়া থাকে। ধনী কামারণী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হইতেই ধাত্রীমাতারূপে অপার্থিব স্নেহে এই দেবশিশুর লালন-পালন করিয়াছিলেন। উপনয়নের সময় তাঁহার নিকট হইতেই প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, গদাই তাঁহাকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। চট্টোপাধ্যায়-পরিবারে অব্রাহ্মণকে ভিক্ষা-মাতারূপে গ্রহণ করা রীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রজ রামকুমার ইহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না ; কিন্তু গদাধরও অচল-অটল। অবশেষে পিতৃ-বন্ধু ধর্মদাস লাহা সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন যে, ঐরূপ অনুষ্ঠান তাঁহাদের বংশে না হইলেও বহু সদ্‌ব্রাহ্মণ-পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব উহাতে কোন দোষ হইবে না। এইভাবে আত্মীয়-স্বজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও গদাধর শেষ পর্যন্ত আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ধনী-মাতার স্নেহের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিল।

(৮) চিনু শাঁখারীর বাস্তুভিটা

শ্রীনিবাস (ওরফে চিনু) 'শাঁখারী'-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ভগবদ্ভক্তিতে অনেক ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও বড় ছিলেন। বালক গদাধরের সহিত তাঁহার এক মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গদাধরকে দেব-অংশ-সম্ভূত বলিয়া তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহও করিতেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, গদাধরের অবতারলীলা আরম্ভ হইবার পূর্বেই হয়ত তাঁহার বৃদ্ধ শরীর পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। একদিন তাঁহার স্নেহের গদাধরকে মণ্ডা-মিঠাই খাওয়াইবার সময় তিনি গদগদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

আগত হয়েছে কাল জরাযুক্ত তনু।
কত হবে লীলা খেলা দেখিতে না পেনু॥
বড়ই রহিল দুঃখ আমার অন্তরে।
করুণ কটাক্ষে রেখ অধীন কিঙ্করে॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি, পৃঃ ২৪)

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরিণত বয়সেও শ্রীনিবাসের সহিত এই প্রেম-সম্পর্ক অটুট ছিল। সাধনার অন্তে ঠাকুর যখন মাঝে মাঝে দেশে আসিয়া অবস্থান করিতেন, তখন শ্রীনিবাস বহুক্ষণ তাঁহার সহিত ধর্মপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেন। সরলবিশ্বাসী শ্রীনিবাসের ভক্তি-ভালবাসার কথা ঠাকুর স্বয়ং অনেকের নিকট উল্লেখ করিতেন।

বর্তমানে কেবল বাস্তুভিটা ভিন্ন তাঁহার বসতবাটীর অপর কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই। উহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহ হইতে কিছু পূর্বে অবস্থিত। সম্প্রতি ঐ স্থানটি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

(৯) বুধুই মোড়লের শ্মশান

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাসভবনের অনতিদূরে গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এই শ্মশান অবস্থিত। কামারপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুর এখানে কখনও কখনও ধ্যান-ধারণায় সময় অতিবাহিত করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১০) পান্থনিবাস (চটি)

কামারপুকুরের (দক্ষিণ পূর্ব কোণে) পুরী যাইবার পথের উপর গ্রাম্য জমিদার লাহাবাবুরা যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি পান্থনিবাস (চটী) নির্মাণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সপ্তম-অষ্টম বর্ষীয় বালক গদাধর যখন সংসারের অনিত্যতা বোধ করিতেছিল, তখন সে প্রায়ই এই পান্থনিবাসে আসিয়া বিশ্রামলাভেচ্ছু সাধুদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল এবং তাঁহাদের রন্ধনাদির জন্য কাষ্ঠসংগ্রহ, পানীয় জল আনয়ন প্রভৃতি কার্যে সহায়তা করিত। বুদ্ধিমান বালক এই অবসরে তাঁহাদের জীবনধারাও তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিত। তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের সরল মধুর ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে ভগবদ্‌জ্ঞান শিখাইতে, সদুপদেশ দিতে কিংবা প্রসাদী ভিক্ষান্ন ভোজন করাইতে প্রয়াসী হইতেন। এইরূপ সাহচর্যের ফলে বালক কোন দিন সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া, কোনদিন তিলক-ধারণ করিয়া, কখনও বা সাধুদের ন্যায় কৌপীন ও বহির্বাস পরিধান করিয়া গৃহে আসিয়া মাতাকে বিস্মিত করিত। চন্দ্রাদেবী প্রথমে সাধুগণ পাছে তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে সংগে লইয়া যান, এই ভাবিয়া বিষম উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু সাধুদের আশ্বাসবাক্যে তাঁহার সে উদ্বেগ অচিরেই দূরীভূত হইয়াছিল।

(১১) মুকুন্দপুরের শিবমন্দির

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এই দেবালয় অবস্থিত। ৺গোপেশ্বর শিবের প্রত্যাদেশ অনুসরণ করিয়া মাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্রাদেবী সন্তানের কল্যাণ-কামনায় এই মন্দিরে হত্যা দেন এবং "ভয় নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই ; ঐশ্বরিক আবেশে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে", এইরূপ দেবাদেশ লাভ করিয়া আশ্বস্তা হইয়াছিলেন। শুনা যায় তদবধি এই শিবের নিকট বহু নরনারী হত্যা দিয়া সফলকাম হইতেছেন।

(১২) ভূতির শ্মশান

এই শ্মশানটি ঠাকুরের বাড়ীর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দক্ষিণেশ্বরে কঠোর সাধনায় ও দিব্যোন্মত্ততায় ঠাকুরের কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে মাতা চন্দ্রাদেবী যখন তাঁহাকে কামার-পুকুরে আনাইয়াছিলেন (ঠাকুরের বয়স তখন ২২ বৎসর), তখন ঠাকুর কখনও এই শ্মশানে কখনও বা বুধই মোড়লের শ্মশানে দিবারাত্রির অনেক ভাগ একাকী সাধনাদিতে অতিবাহিত করিতেন। তিনি শিবা ও উপদেবতাদিগকে আশ্চর্য উপায়ে ভোগ নিবেদন করিতেন। তিনি এখানে একটি বিল্ববৃক্ষও রোপণ করিয়াছিলেন এবং শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে তাহার নিম্নে বসিয়া রাত্রির অধিকাংশ সময় জপধ্যান করিতেন।

(১৩) মানিকরাজার আম্রকানন

ভূরসুবো গ্রামের মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম পূর্বেই করা হইয়াছে (পৃঃ ১)। অসাধারণ দানশীলতার জন্য তিনি এতদঞ্চলে 'মানিকরাজা' নামে খ্যাত হন।

ভূতিরখালের পশ্চিমে সাধারণের উপভোগ্য একটি বিস্তীর্ণ আম্রকানন তিনি স্থাপন করেন। এই বাগানটি ছিল বালক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গদাধর ও তাহার সহচরদের খেলাধূলার একটি কেন্দ্র। বিদ্যালয় হইতে মধ্যে মধ্যে পলায়ন করিয়া তাহারা এখানে ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হইত। গদাধর সংগীদের লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র-বিষয়ক নাটকের অভিনয় (যাহা হয়ত সে কোথাও দেখিয়াছিল) সুরু করিয়া দিত। নায়কের ভূমিকাগ্রহণ ও সঙ্গীদের আবশ্যকীয় নির্দেশদান অবশ্য তাহাকেই করিতে হইত। পথচারী স্ত্রীপুরুষগণ কিংবা মাঠে কৃষিকর্মে রত কৃষকবৃন্দ বালকের স্মরণশক্তি, অনুকরণ-সামর্থ্য ও ভাব-তন্ময় অভিনয়-পটুতা-দর্শনে মুগ্ধ হইত।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই নিবিড় আম্রকানন আর নাই। কালচক্রে উহা এখন ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কয়েকটি মাত্র আম্রবৃক্ষ অতীতের নিদর্শনস্বরূপ এখনও দণ্ডায়মান।

মানিকরাজার সহিত বালক গদাধরের ঘনিষ্ঠতার আরও অনেক স্মৃতি জড়িত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কিত অন্যান্য স্থান

(১) আনুড়

কামারপুকুর হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে এই গ্রাম। আনুড়ের বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী জাগ্রতা দেবী। নানা প্রকার কামনা পূরণের জন্য চতুষ্পার্শ্বের গ্রামবাসীরা প্রান্তরমধ্যে এই দেবীর মানত করেন এবং পূজা দিয়া থাকেন। দেবীর কোন মন্দির নাই। বর্ষাতপাদি হইতে রক্ষার জন্য কৃষকেরা প্রতি বৎসর সামান্য পর্ণাচ্ছাদন মাত্র করিয়া দেয়। গ্রামের রাখাল বালকগণই দেবীর প্রিয় সঙ্গী। কোন কোন শ্রদ্ধাবান ভক্ত ইষ্টক-নির্মিত মন্দিরনির্মাণে ব্রতী হইলে কখনও সফলকাম হইতে পারেন নাই। পার্শ্বস্থ ভগ্নস্তূপ দেখিয়া এককালে ঐখানে যে মন্দির ছিল, তাহা অনুমিত হয়। দেবীর উদ্দেশ্যে যাত্রিকুলের নিবেদিত মিষ্টদ্রব্য বা পয়সা লইয়া রাখাল বালকগণের কৌতুক-কলহ অদ্যাপি দেখা যায়।

একদিন ঠাকুরের পরিবারস্থ দুই-এক জন স্ত্রীলোক এবং গ্রামের কয়েকজন ভদ্রমহিলা দলবদ্ধ হইয়া ৺বিশালাক্ষী দেবীর মানত শোধ করিতে উক্ত দেবীর স্থানে যাত্রা করিলেন। আট বৎসর বয়স্ক বালক গদাধরও তাঁহাদের সঙ্গী হইল। দেবদেবীর অনেক গান ও ছড়া তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। সে হৃষ্টচিত্তে সেগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। কিন্তু ৺বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে হঠাৎ বালকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। অনেক ডাকাডাকি করিয়াও তাহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রমণীগণ মহা চিন্তায় পড়িলেন। ধর্মদাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাহার ভক্তিমতী বিধবা কন্যা প্রসন্নও ঐ সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই ত? তাঁহার এই কথায় সকলেই দেবীজ্ঞানে বালককে সম্বোধন করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'মা বিশালাক্ষী, প্রসন্না হও, মা রক্ষা কর, মুখ তুলে চাও, মা অকূলে কূল দাও। আশ্চর্য! অল্পক্ষণ পরেই গদাধরের মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ সে বাহ্যসংজ্ঞা লাভ করিল। রমণীগণ আশ্বস্তা হইয়া তাহাকে লইয়া ভক্তি-গদগদচিত্তে দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি পূজা দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

(২) জয়রামবাটী

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত জয়রামবাটীগ্রাম শ্রীশ্রীমাতা সারদাদেবীর পুণ্য জন্মভূমি। বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার সন্ধিস্থলে, কামারপুকুর হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ পশ্চিমে, এই গ্রামখানি অবস্থিত। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদম্পতি শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর গৃহে তিনি আবির্ভূতা হন। পল্লীর শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে বর্ধিতা হইয়া পঞ্চমবর্ষ অতিক্রান্ত হইবার কিছু পরেই তিনি চতুর্বিংশবর্ষীয় যুবক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, সারদা স্বয়ং সরস্বতী—তাঁহারই শক্তি। তাঁহারই কার্যসাধনের সহায়তার জন্য সারদার আগমন। বলা বাহুল্য, রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতার এই দুইটি উজ্জ্বল রত্নের পবিত্র জীবন-অনুধ্যানে আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট শ্রান্ত পথিক প্রকৃত পথের সন্ধান পাইয়া ধন্য হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পবিত্রতীর্থ জয়রামবাটীর মাতৃ-মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের নিত্য-পূজা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া প্রতি বৎসরই উক্ত পুণ্যতিথিতে মহাসমারোহের সহিত মন্দির-প্রতিষ্ঠা-উৎসব ও ভক্তসেবাদি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, নাটমন্দিরে জগজ্জননী ৺জগদ্ধাত্রীদেবীরও বাৎসরিক পূজা বিধিপূর্বক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমা পিতামাতার সঙ্গে যে কুটীরে বাস করিতেন এবং পরবর্তী কালে তাঁহার বাসের জন্য যে গৃহ নির্মিত হইয়াছিল, অদ্যাবধি তাহা স্মৃতিস্বরূপ সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। মাতৃ-মন্দিরের অনতিদূরে জাগ্রতাদেবী সিংহ-বাহিনীর মন্দির, সেখানে শ্রীশ্রীমা হত্যা দিয়া স্বীয় দুরারোগ্য রোগের ঔষধ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্পর্শে ধন্য তালপুকুর (বাঁড়ুজ্যে পুকুর) ও বিশালদীঘি অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া যথাক্রমে পল্লীর দক্ষিণ ও পশ্চিমপ্রান্তে এখনও বর্তমান। তিনি কখনও কখনও এই দুই গভীর জলাশয়ে স্নানাদি করিতে বা গৃহের গাভীসকলের আহার্য আনিবার জন্য যাইতেন। জয়রামবাটীর উত্তর ও পূর্বপ্রান্ত বাহিয়া আমোদর নদ মন্থর গতিতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা উহাতে অবগাহন করিয়া গঙ্গাস্নানের আনন্দ অনুভব করিতেন। এই পুণ্যস্থান দর্শনের সুবিধার জন্য বনবিষ্ণুপুর হইতে জয়রামবাটী পর্যন্ত বাস (bus) চলাচলের সুব্যবস্থা হইয়াছে এবং একটি প্রশস্ত পথ কামারপুকুর ও জয়রামবাটীকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আনন্দের বিষয়, কর্মিবৃন্দের চেষ্টায় আশ্রমস্থ দাতব্য চিকিৎসালয় ও ডাকঘর ব্যতীত, পল্লীর পশ্চিমপ্রান্তে রম্য পরিবেশের মধ্যে বালক-বালিকাগণের শিক্ষার জন্য একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিদ্যায়তন গড়িয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

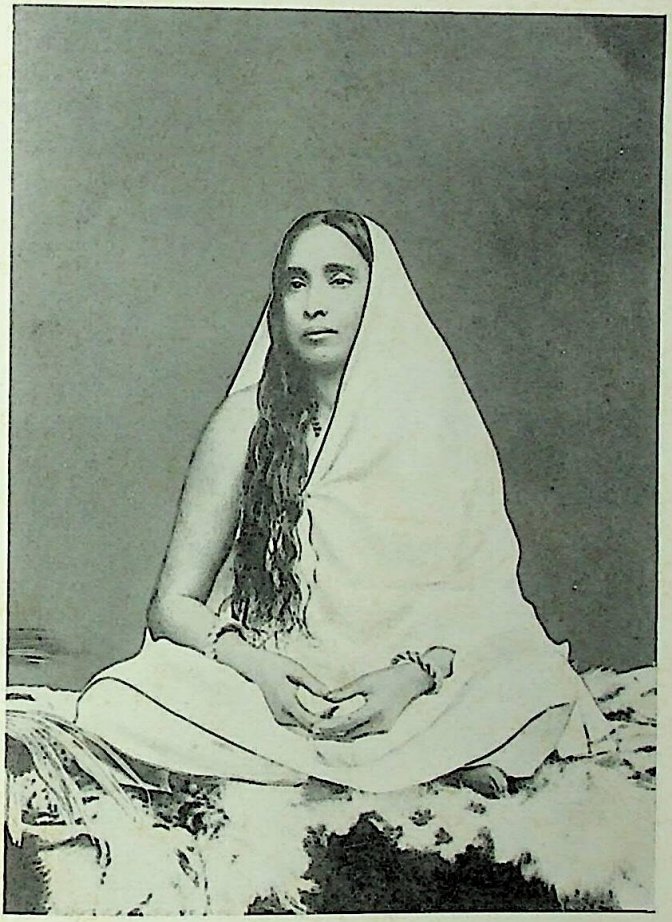

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

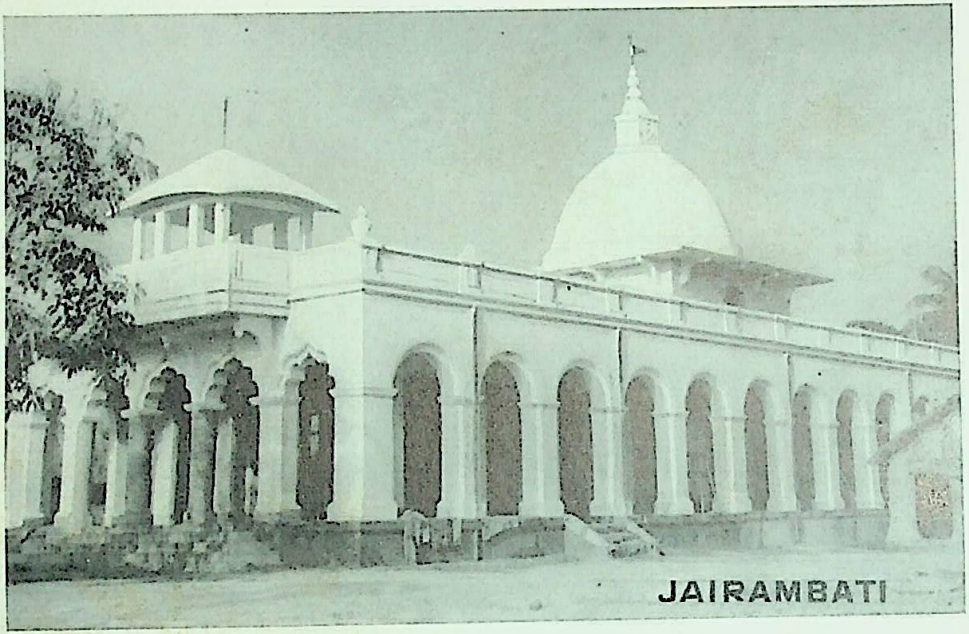

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠিয়াছে। অধিকন্তু গ্রামোন্নয়ন-পরিকল্পনানুযায়ী একটি আদর্শ-পল্লীও দক্ষিণ-পশ্চিমপ্রান্তে আশ্রম-কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে নির্মিত হইতেছে।

জয়রামবাটীর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক মধুর স্মৃতি জড়িত। বিবাহের পরবর্তী কালেও শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকবার জয়রামবাটীতে গমন করিয়াছিলেন। চাতুর্মাস্যের সময় ঠাকুর প্রায় প্রতি বৎসরই কামারপুকুরে আগমন করিতেন। একবার তিনি তথা হইতে জয়রামবাটী গমন করিলে নৈশাহারের অল্পকাল মধ্যেই পুনরায় ক্ষুধার্ত হইয়া কিছু খাইতে চাহিলেন। সেদিন অনেক লোকের সমাগম-হেতু খাদ্যদ্রব্যাদি শেষ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীশ্রীমা সভয়ে ঠাকুরকে জানাইলেন যে, পান্তাভাত ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য গৃহে নাই। আশ্চর্যের বিষয়, মৌরলামাছের চাটুই-এর যে সামান্য একটু কাই অবশিষ্ট ছিল, তাহাদ্বারাই ঠাকুর প্রায় এক রেক্ চালের পান্তাভাত খাইয়া ফেলিলেন। ভাবাবস্থায় অতিরিক্ত আহার করিয়াও তিনি অসুস্থ হইতেন না। জয়রামবাটীতে কয়েকবার যাতায়াতের ফলে তিনি অনেকের সংগেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেখানকার কেহ কেহ ঠাকুরকে 'মুখুজ্যেদের খ্যাপা জামাই' বলিয়া মনে করিলেও অনেকেই তাঁহাকে অসাধারণ পুরুষজ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

(৩) শিহড়

শিহড় গ্রাম কামারপুকুর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং জয়রামবাটী হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। তিনি ঠাকুরের পিতৃষসা শ্রীমতী রামশীলার কন্যা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর তৃতীয় পুত্র। হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট সুবিদিত। ঠাকুর দেশে আসিলে হৃদয়ের বাড়ীতেও কিছুদিন থাকিয়া যাইতেন। বাল্যকালে শ্রীশ্রীঠাকুরকে হেমাঙ্গিনী দেবী একজন অসাধারণ বালক বলিয়া মনে করিতেন এবং একবার তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া তাঁহার ভাবাবস্থায় নিজ অভীষ্ট বরলাভে ধন্যা হইয়াছিলেন। হৃদয়ও এখানে আনন্দের সহিত তাঁহার সেবা-পরিচর্যার ব্যবস্থা করিতেন।

হৃদয় একবার বাড়ীর নবনির্মিত চণ্ডীমণ্ডপে ৺দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু নিজ বাটীতে পূজাকালে ঠাকুরকে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় ঠাকুর হৃদয়ের দুর্গোৎসবে যোগদান করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু সূক্ষ্মশরীরে পূজার কয়দিন উক্ত মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অপরে দেখিতে না পাইলেও হৃদয় প্রতিদিন সন্ধ্যারতির সময় ও সন্ধিপূজার সময় প্রতিমার পার্শ্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। অধুনা উক্ত চণ্ডীমণ্ডপের ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয় এবং হৃদয়ের বংশধরগণ অদ্যাপি এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

এখানে 'শান্তিনাথ' নামক শিবলিঙ্গের এক প্রাচীন মন্দির আছে। এখনও তাঁহার নিত্য পূজা হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুর উভয়েই এই দেববিগ্রহের চরণ-বন্দনা করিয়াছিলেন। একবার মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে খুব সংকীর্তন হইয়াছিল। মহাভাবে মত্ত হইয়া ঠাকুর সেই কীর্তনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং উপস্থিত সকলের মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের স্রোত বহাইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত মন্দিরের অদূরে নফর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক সঙ্গতিপন্ন ভক্তিমান গৃহস্থের বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের গতায়াত ছিল। নফর-চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীধর'-শিলা আজিও সেখানে পূজিত হইতেছে। নফরচন্দ্র ঠাকুরকে ইষ্টদেবতাজ্ঞানে গৃহে লইয়া যাইয়া যত্নে সেবাদি করিতেন এবং কখনও স্বীয় মন্দিরপ্রাঙ্গণে, কখনও বা গ্রামাভ্যন্তরে তাঁহার সঙ্গে সংকীর্তনে মত্ত হইতেন।

সাধনার প্রথম চারি বৎসরের শেষে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময় একবার শিবিকারোহণে শিহড় যাইবার পথে তাঁহার এক দিব্যদর্শন হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন যে, "তাঁহার দেহমধ্য হইতে দুইটি কিশোরবয়স্ক সুন্দর বালক সহসা বহির্গত হইয়া বন-পুষ্পাদির অন্বেষণে কখনও প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন, আবার কখনও শিবিকার সন্নিকটে আগমনপূর্বক হাস্য-পরিহাস, কথোপকথনাদি করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপে আনন্দে বিহার করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।" পরবর্তী কালে ঠাকুরের তন্ত্র-সাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী এই দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এবার একসঙ্গে একাধারে আসিয়া তোমার ভিতরে রহিয়াছেন। সেই জন্যই তোমার এরূপ দর্শন হইয়াছিল।"

শ্রীশ্রীমায়ের মাতুলালয় এই গ্রামের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। তাঁহার মাতামহের নাম শ্রীহরিপ্রসাদ মজুমদার। একবার হৃদয়ের গৃহে সঙ্গীতানুষ্ঠানকালে এক কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায়। জয়রামবাটী, কামার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুকুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেকেই ঐদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্ষুদ্র বালিকা সারদা ঐস্থানে এক মহিলার ক্রোড়ে বসিয়াছিলেন এবং অদূরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও গান শুনিতেছিলেন। গীত-সমাপনান্তে মহিলাটি সারদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত লোকের মধ্যে তোর কাকে বিয়ে করতে সাধ যায়?" অমনি দুই হাত তুলিয়া সারদা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া দিলেন। বিবাহ শব্দের তাৎপর্য-বোধ না থাকিলেও বালিকা সেদিন যে দৈব-প্রেরণায় নিজ পতিকে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, সেই দৈব-বিধানেই তাঁহার সত্যসন্ধ মনের সে অভিলাষ কয়েক বৎসরের মধ্যেই পূর্ণ হইয়াছিল।

(৪) ফুলুই শ্যামবাজার

ইহা শিহড়ের অনতিদূরে অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। উহার পার্শ্ববর্তী বেল্‌টে নামক গ্রামের ভক্তিমান শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামীর নিমন্ত্রণে ঠাকুর হৃদয়সহ তাঁহার গৃহে একবার সাত দিন অবস্থান করিয়া শ্যামবাজারের বৈষ্ণবদের কীর্তনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন।

এই গ্রামের ঈশানচন্দ্র মল্লিক ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া কীর্তনান্তে তাঁহাকে নিজ বাটীতে সাদরে আহ্বান করেন। কীর্তনকালে ঠাকুরের অপূর্ব ভাব দেখিয়া বৈষ্ণবেরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন। ক্রমে এই কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় বহু সংকীর্তন-দল বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া শ্যামবাজারকে বিশেষ জনাকীর্ণ করে এবং দিবারাত্র কীর্তন চলিতে থাকে। ঠাকুরের ক্ষণে ক্ষণে ভাব-সমাধি হইতে লাগিল। সাধারণ লোক না বুঝিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রব তুলিয়া দিল যে, একজন লোক এইক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হইয়া উঠিতেছে। তখন লোকে গাছে চড়িয়া, ঘরের চালে উঠিয়া, আহার-নিদ্রা ভুলিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। এইরূপে কয়েক দিন তথায় আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হওয়ায় লোকে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তজ্জন্য তাঁহার স্নানাহার করিবার অবকাশ পর্যন্ত ছিল না। অত্যধিক অনিয়মে ঠাকুরের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে ভাবিয়া বুদ্ধিমান হৃদয় সাধারণের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে লইয়া শিহড়ে পলাইয়া আসিলে ঐ আনন্দ-মেলার অবসান হয়।

ঠাকুর এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া পরবর্তী কালে ভক্তদের বলিতেন যে, যোগমায়ার ভেল্কীতুল্য আকর্ষণে লোকে ঐরূপে না আসিয়া থাকিতে পারিত না।

(৫) সরাটি মায়াপুর

কামারপুকুর হইতে চৌদ্দ-পনের মাইল দূরে ইহা অবস্থিত। আরামবাগের পাঁচ-ছয় মাইল পূর্বে এই গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের গর্ভধারিণী শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবীর জন্মস্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে লিখিত আছে যে, একবার গদাধর জননীর সহিত ঐ গ্রামে যাইবার সময় সহসা মাতৃক্রোড় হইতে নামিয়া পথিপার্শ্বে এক পীরের স্থানে অনেকক্ষণ ভাবস্থ হইয়া বসিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

(ক) কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানকাল

প্রথম অবস্থান— ইংরেজী ১৮৩৬—১৮৫৩; বাংলা ১২৪২—১২৫৯। জন্ম হইতে ষোল বৎসর বয়সে কলিকাতা গমনের পূর্ব পর্যন্ত আত্মীয়-স্বজনের গৃহে গমনাগমন ছাড়া এই সময়টি বালক গদাধর একটানা কামারপুকুরেই কাটাইয়াছিল।

দ্বিতীয় অবস্থান— ইং ১৮৫৮—১৮৬১; বাং ১২৬৫ (আশ্বিন-কার্তিক) হইতে ১২৬৭ (অগ্রহায়ণ-পৌষ)।

দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেব উন্মাদ হইয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া মাতা চন্দ্রমণি তাঁহাকে গ্রামের বাটিতে আনয়ন করেন এবং রোগ-প্রতিকারের জন্য এই সময়ে শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি নানাপ্রকার ব্যবস্থা করেন। এই সময়েই তিনি ভূতিরখালের শ্মশানে নীরব সাধনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বয়স তখন ২২—২৪ বৎসরের মধ্যে।

তৃতীয় অবস্থান— ইং ১৮৬৭—১৮৬৮; বাং ১২৭৪ জ্যৈষ্ঠ হইতে অগ্রহায়ণ।

বেদান্ত-সাধনার পর কঠিন আমাশয়ে ভুগিয়া ঠাকুর অস্থি-চর্মসার হইয়াছিলেন। তখন মথুরবাবু প্রমুখ শুভানুধ্যায়িগণের পরামর্শে হৃদয়রাম ও ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত তিনি কামারপুকুরে আসিয়া প্রায় সাত মাস কাটাইয়াছিলেন।

এই সময় শ্রীশ্রীমাকে (তখন তিনি চতুর্দশবর্ষীয়া) জয়রামবাটী হইতে কামারপুকুরে আনয়ন করা হয় এবং শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক কর্তব্য-বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বয়স তখন ৩১ বৎসর।

পরবর্তী অবস্থান— বর্ষাকালে গঙ্গার জল লবণাক্ত হয়। প্রধানতঃ এই কারণে শ্রীশ্রীঠাকুর সাধনকালের অন্তে প্রায় প্রতি বৎসরর চাতুর্মাস্যের সময়টা (বর্ষা ও শরৎ) দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুরে আসিয়া কাটাইতেন। এক বৎসর কামারপুকুরে অবস্থানকালে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া বিশেষ কষ্ট পান এবং তদবধি আর দেশে ফিরিবেন না, এইরূপ সংকল্প করেন। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকারের মতে ঠাকুর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শেষবারের মত জন্মভূমিদর্শন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃকুল-পরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi